মেহেরপুরে পপুলার লাইফে ইন্সুরেন্সের চেক হস্তান্তর ও বনভোজন

মেহেরপুরে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ৯ গ্রাহকের মেয়াদ উত্তীর্ণ বীমা দাবীর ৯ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৫০ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়েছে।

শনিবার (২৮ অক্টোবর) মেহেরপুরের মুজিবনগর আম্রকাননে মেহেরপুর ও কার্পাসডাঙ্গা সার্ভিস সেল অফিসের আয়োজনে ৫ শতাধিক নতুন বীমা গ্রহিতার উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে চেক হস্তান্তর এবং বনভোজন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।



আল-আমিন বীমা প্রকল্প মেহেরপুরের জেনারেল ম্যানেজার মোঃ রাফিউল ইসলামের সভাপতিত্বে বীমা দাবির চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখনে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাস, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল, বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম ফারুক এবং আল আমিন বীমা প্রকল্পের কার্পাসডাঙ্গা সার্ভিস সেলের এজিএম মোঃ আখতারুজ্জামান।

মুজিবনগর ও কার্পাসডাঙ্গা সার্ভিস সেলের এজিএম দ্বয় মহির শেখ ও আনসার আলী সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ছিলেন পপুলার লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের আল-আমিন বিমা প্রকল্পের প্রকল্প

পরিচালক সাইফুল ইসলাম রুবেল।

দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে লটারির মাধ্যমে বীমা গ্রহীতাদের পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার এর মধ্যে ছিল এলইডি টেলিভিশন, বৈদ্যুতিক ফ্যান, স্যুপ সেট, ডিনার সেট ও স্বর্ণের চেইন। লটারি মাধ্যমে প্রথম পুরস্কার স্বর্ণা সেন পান মুজিবনগর উপজেলার গৌরিনগর গ্রামের মোছাঃ সাহেবা খাতুন।

মেহেরপুরে অস্ত্রসহ ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণের সমাপনী

মেহেরপুরে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলাভিত্তিক ২১ দিন মেয়াদি অস্ত্রসহ ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণর (পুরুষ— ৪র্থ ধাপ) সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার মেহেরপুর জেলা আনছার ওগ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ শেডের শ্রেণিকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্র দত্ত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন।

গত ০৮ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া জেলার তিনটি উপজেলা হতে মোট ৬৮ জন যোগ্য ও নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থী উক্ত প্রশিক্ষণে অংশ নেন এবং সফলভাবে সম্পন্ন করেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, “বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের সর্ববৃহৎ শৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে তার জন্মলগ্ন থেকে জননিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দেশের প্রতিটি দুর্যোগ মুহূর্তে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া এ বাহিনীর সদস্য হতে পারা অত্যন্ত গৌরবের। উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের মধ্য দিয়ে এ গৌরবের অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন হলো।

তিনি বলেন, আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ও অদূর ভবিষ্যতে দেশের প্রয়োজনে বাহিনীর আহবানে সাড়া দিয়ে নিজেদের যোগ্যতা

প্রদর্শনের মধ্যেই এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের সার্থকতা নিহিত।” বিভিন্ন সামাজিক ও জনহিতকর কর্মকান্ড এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অনন্য ভূমিকা রাখার মাধ্যমে বাহিনীর সুনাম বয়ে আনবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে কোর্সের সাথে সংশ্লিষ্ট কোর্স অ্যাডজুট্যান্ট গাংনী উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা সাইদুর রহমান, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা মুজিবনগর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা মিরাজুল ইসলাম, কোয়ার্টার মাস্টার সিএ মোঃ আল মামুন, মুজিবনগর উপজেলা টিআই মোঃ মানিক মিয়া ও বিভাগীয় প্রশিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মহাসমাবেশে সংঘর্ষ; পুলিশ সদস্য নিহত

বিএনপি, আওয়ামী লীগের মহাসমাবেশ ঘিরে সংঘর্ষে আহত এক পুলিশ সদস্য ঢামেকে মারা গেছেন। এখনো তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢামেক পুলিশ বক্সের ইনচার্জ ইন্সপেক্টর বাচ্চু মিয়া।

তিনি জানান, ফকিরাপুল এলাকা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই পুলিশ সদস্যকে ঢামেকে আনা হয়।

চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের আবাসিক চিকিৎসক ডা. মো. আলাউদ্দিন বলেন, সকাল ১১টার পর থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আনুমানিক ৩৫ থেকে ৪০ জন পুলিশ সদস্য আহত হয়ে হাসপাতালে এসেছেন। তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

অনেককে চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
তিনি জানান, হাতে, পায়ে, মাথায়সহ শরীরে বিভিন্ন স্থানে ফুলা নীল, ছিলা জখম, কাটা জখম, গুলিসহ বিভিন্ন ধরনের আঘাতে আহত হয়েছেন। বিকেলের দিকে রোগীর চাপ বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় একসঙ্গে বেশি

রোগী আসায় আমাদের কষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সূত্র: কালের কন্ঠ

রোববার সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল

সমাবেশে পুলিশি হামলার অভিযোগ এনে রোববার সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দিয়েছে বিএনপি।

আজ শনিবার নয়াপল্টনে বিএনপির সমাবেশ থেকে এই ঘোষণা দেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বেলা আড়াইটার দিকে বিএনপির নয়াপল্টনের সমাবেশের দুদিকে অবস্থান নেয় পুলিশ। নিক্ষেপ করা হয় বেশ কয়েকটি সাউন্ড গ্রেনেড ও টিয়ারশেল। এর পরপরই মির্জা ফখরুল স্টেজ থেকে বেলা ৩টা ১০ মিনিটে হরতালের ঘোষণা দেন।

মেহেরপুরে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড এলাকার দম্পতি আবু জাহিদ ও জাকিউল ইলমা জাকীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তার ভাই মহিবুল ইসলাম ওহিদ।

শনিবার (২৮ অক্টোবর) বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মহিবুল ইসলাম ওহিদ। এসময়

তিনি বলেন,আমি আমার মেজ ভাই মোঃ আবু জাহিদ ও তার স্ত্রী মোছাঃ জাকিউল ইলমা জাকি কর্তৃক চরম নির্যাতন এর শিকার একজন অসহায় ব্যক্তি।

আমাদের বড় ভাই সাঈদ ১৯৯৪ সালে পরিবার থেকে পৃথক হওয়ার সময় মা,তিন ভাই,তিন বোন সকলের সম্পত্তি পজিশন উল্লেখ করে ভাগবন্টন করে দেন। আমাদের এই ভাগবন্টনটি রেজিস্ট্রি ছিলোনা,সবার উপস্থিতি ও আলাপ আলোচনা করে কাগজে লেখা ছিলো।

আমার বড় ভাই এবার আমার দুইজনের ই দুইটা মেয়ে সন্তান এবং জাহিদের দুইটা ছেলে সন্তান। উদ্দেশ্যপূর্ণদিত কারণে আমাদের ভাগবন্টনটি রেজিস্ট্রি করা হচ্ছে না।

জাহিদ ও জাকি মায়ের ঘরে ঢুকে বিভিন্ন মিথ্যা প্রলোভন কথা শোনাতো।যেমন ওহিদের দুটি মেয়ে,জমি জায়গার দরকার নেই,তারা পরের ঘরে চলে যাবে,আমার দুটি ছেলে তোমার বংশের বাতি জ্বালাবে,কবর দেবে ইত্যাদি নানান ভুলানো কথা শুনিয়ে মায়ের বসতঘরসহ জমিটি (প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের) কুটকৌশলে ১৯/০২/২০২১ রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে‌।

এখন জাহিদ গাংনীর জমির রাস্তার সামনের সব পজিশন জোর পূর্বক নিতে চাই, সেই কারনে আমার ১৯৯৪ সাল থেকে বসবাস করা এবং আমার অফিস ঘর থেকে কম্পিউটার, চেয়ার টেবিল ভাংচুর করে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দেই এর পরে আমাদের গ্রামের একটি পুকুর জোর পূর্বক এক মাস্তানকে কমমূল্যে লীজ দিয়ে জবরদখল করে। এখন আমার বাগান ও অন্যান্য দামী সম্পদ গুলোর উপর নজর পড়েছে।

একদিন হঠাৎ আমার স্ত্রীকে আমার রান্নাঘরে গিয়ে জাকি ও জাহিদ রঙ নিয়ে এলোপাতাড়ি মেরেছে ভয় সৃষ্টি করে রাখার জন্য। তখন আমি গাংনী থানাতে মামলা করলে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরে গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলীর নিকট মায়ের বিশেষ অনুরোধে, রাত্রিতে মেয়র বাসা থেকে ডেকে নিয়ে জমি জায়গার হিসাব বুঝিয়ে দিবেন বলে মামলা উঠানোর অনুরোধ করেন।
ঐদিন রাত্রিতে গাংনী থানা হাজত থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে,আর মেয়র মহোদয়ের কথা রাখেনি। এ বিষয়ে জাকি ও জাহিদের প্রতি মেয়র চরম ক্ষিপ্ত। জমি বন্টন রেজিষ্ট্রি না করার কারনে সে আমার একের পর এক দামি সম্পদ গুলো জবরদখল করার জন্য প্রকাশ্যে আমাকে ও আমার পরিবারকে খুন করার হুমকি দেয়।

এ বিষয়ে থানায় জিডি (নং-১০৮৬,তারিখ ২২/০৫/২০২৩) করলে থানা কঠোর সতর্কবার্তা দেওয়ার পরেও সর্বশেষ গত ২১ শে আগষ্ট ২০২৩ তারিখ সকাল ৭.৩০ ঘটিকার সময় আমার ছোট মেয়েকে স্কুলে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য বাসা থেকে মোটর সাইকেল বাহির করে গেটের সামনে মেইনরোডে পৌঁছালে,পিছন থেকে জাহিদ ও জাকি প্রকাশ্যে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে লোহার রড ও কাঠের হুক দিয়ে এলোপাতাড়ি মারতে থাকে। গত ২৩/০৮/২০২৩ ইং তারিখে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করি, যার নং-২৯৫/২৩। থানা অফিসার মামলা তদন্ত করে স্বাক্ষীদের জবানবন্দীসহ বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে চূড়ান্ত চার্জশীট বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করেছেন। মামলাটির অভিযুক্ত ধারা ৩২৩/৩২৫/৩০৭/৩৫৪/৫০৬/৪২৭/১১৪ পেনালকোড।

মামলার চার্জশীট আদালতে জমা হওয়ার পরে আসামীরা ক্ষীপ্ত হয়ে আমার মাকে দিয়ে চরম মিথ্যা একটি কাউন্টার মামলা দিয়েছে, যার নম্বর সিআর-৫৬৮/২৩ তারিখঃ ১৩/০৯/২০২৩। মাকে ভুল বুঝিয়ে সব মীমাংসা হয়ে যাবে এমন কথা বলে মামলা করিয়েছে। এদিকে সিজার-৫৬৮/২৩ মামলার তদন্ত আদালত গাংনী থানাকে দিয়েছে।
আসামীরা এতই ক্ষীপ্ত যে, আমাদের মিথ্যা মামলায় জেল হাজতে নেওয়ার জন্য সে রাজনৈতিক নেতা,থানা,মাস্তান সবকিছুকে তার হাতে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। আমি আসামেদের হামলা মিথ্যা মামলার ভয়ে অনেকদিন নিজ বাড়িতে অবস্থান করি না। আসমিরা যখন আমাকে বাড়িতে পায় না তখন সিদ্ধান্ত নেয় আমার স্ত্রীকে মিথ্যা মামলায় থানা হাজতে নিবে। আমার স্ত্রী আমি আমঝুপি উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করেন। বিভিন্ন তথ্য থেকে আমি জানতে পারার পর ১২/১০/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে আমি তাকে স্কুল থেকে বাসায় না যেতে বললে সে তার বাবার বাড়িতে থেকে যায়। পরদিন মেয়েদের ছোট মামাকে নিয়ে আসার জন্য পাঠালে, তাকে সহ মেয়েদের আটকিয়ে রাখে।

পরবর্তীতে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জকে ফোনে বিষয়টি জানালে,তিনি ডিউটি অফিসার এর সাহায্যে আসামীদের ডেকে ধমকিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এর পরেও বাড়ীতে এসে আসামীরা,আমার বন্ধু ও চাচাতো ভাইকে দিয়ে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করে মেয়েদের আসতে দেয়। এখন আমার বাড়ীতে ঢুকলেই আসামীরা মেরে ফেলার হুমকী দিচ্ছে।

এরপর সিআর-৫৬৮/২৩ মিথ্যা মামলার তদন্তে গাংনী থানার এস আই হাফিজুর রহমান আমাকে ফোনে হুমকির মধ্যে রেখেছে। এই মামলার পরবর্তী আদালতে রিপোর্ট জমার তারিখ ধার্য করেছে জানুয়ারী ২৪ এর

শেষ সপ্তাহে। এস আই হাফিজ আমার নিজ গ্রামে (শানঘাট) আমার দোকান ভাড়াটিয়া,পুকুর লীজ গ্রহনকারী ও জমি লীজ দিয়েছি তাদের দিয়ে ২৬/১০/ ২৩ খ্রিঃ তারিখ সকালে সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে এবং সে কাগজ এস আই হাফিজের নিকট জমা আছে।আমি সন্দেহ করছি এবং আশংকায় আছি, আসামী জাহিদ ও জাকি আমাদেরকে হয়তো নতুন কোন মিথ্যা মামলায় জড়াতে পারে।

এদিকে আসামী জাকিউল ইলমা জাকি সরকারী চাকুরী করে প্রকাশ্যে অন্যায়ভাবে আমাকে মেইন রাস্তায় মারধর,বিভিন্ন সময়ে অফিস আসবাবপত্র, কম্পিউটার, টেবিল, ঘরের দরজা, মটর সাইকেল ভাংচুর করেছে। থানা ও আদালতে ফৌজদারী দন্ডবিধি ধারা অনুযায়ী চার্জশীট জমা হলে ২৭/০৯/২৩ খ্রিঃ তারিখে আমি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার,মেহেরপুর ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার,গাংনী মহোদয়কে অভিযুক্ত আসামীদের মমলার চার্জশীট, জিডি কপি,মেডিকেল রিপোর্ট, ছবি ও বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে আবেদন করলেও অভিযুক্ত শিক্ষককে এখন পর্যন্ত সাসপেন্ড কিংবা কোন রকম আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করেন নাই।

এবিষয়ে মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন,বিষয়টির লিখিত অভিযোগ আমি পেয়েছি। মেহেরপুর সদর প্রাথমিক অফিসারকে তদন্তের জন্য পাঠিয়েছি। তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া পরে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মহিবুল ইসলাম ওহিদ সহযোগিতা চেয়ে আরো বলেন,পিতার রেখে যাওয়া জমির ওয়ারিশ হিসাবে ন্যায্য হিস্যা বন্টন রেজিষ্ট্রি চাই। বিগত তিন বছর ধরে আমার ও আমার স্ত্রীর নামে তিনটি মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী,অন্যায়ভাবে আমার হাতভাঙ্গাসহ জখম করেছে,আমার স্ত্রীকে মেরেছে,আমার অফিস আসবাপত্র, কম্পিউটার, মটরসাইকেল ঘরের দরজা ভেঙ্গেছে,আমার পরিবার সহ বাড়ীছাড়া করিয়েছে এর আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী করছি। আমার ও আমার পরিবারের এবং সম্পদের নিরাপত্তা চাচ্ছি। আগামীতে আর কোন মিথ্যা মামলা ও হয়রানী করবে না।

গাংনীতে নওপাড়া ভাটপাড়া গ্রামে ইসরাইল বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল

গাংনী উপজেলার নওয়াপাড়া ও ভাটপাড়া গ্রামে ইসরাইল বিরোধী বিক্ষোভ মিছিল করেছে স্থানীয়রা। ইসরাইলি পণ্য বর্জন ও ইসরাইলের হাতে নির্মম ভাবে শিশুসহ সাধারণ মানুষ হত্যার তিব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। একই সাথে সারা বিশ্বের মুসলিমদের এক হয়ে ফিলিস্তিনের পক্ষ নিয়ে ইসরাইলদের ধ্বংশ করার আহবান জানানো হয়।

গতকাল শুক্রবার জুম্মার সালাত আদায়ের পর নওপাড়া বাজার থেকে একটি রেলি বের হয়ে আশপাশের বেশ কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। পরে নওপাড়া বাজারে সমাবেশ অনুস্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখন ভিটাপাড়া জামে মসজিদের ইমাম মওলানা মোঃ ফিরোজ হোসেন,নওপাড়া জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মোঃ জাহিদ আল হাবিবি।

নওপাড়া, ভাটপাড়া গ্রাম বাসীর আয়োজনে মিছিলে নেতৃত্ব দেন রবিউল ইসলাম রুবেল ও মিরাজুল ইসলাম মিলন।

গাংনীতে দেশী মুরগী পালনে প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ

গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট ভুক্ত প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় ১৮ জন উপকারভোগীর মাঝে বিশেষ আবাসন নিশ্চত করে আধা বাণিজ্যিক ভাবে দেশী মুরগী পালন প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

সংস্থার বামুন্দী শাখার তেরাইল গ্রামে বিশেষ আবাসন নিশ্চত করে দেশী মুরগী পালন বিষয়ক প্রদর্শনীর এই উপকরণ সমূহ বিতরণ করা হয়। দেশী জাতের মুরগীর জাত সংরক্ষণ ও এর উৎপাদন বৃদ্ধি করায় এ প্রদর্শনীর মূল লক্ষ্য।

বিতরণকৃত উপকরণ সমূহের মধ্যে ছিল- ১৮ টি রাত্রি কালীন মুরগির ঘর,

১৮ টি ক্রিপারসহ খাঁচা, ৩৬ টি ডিম ফুটানোর নেস্ট, জীবাণুনাশক, স্প্রে মেসিং সহ সাইনবোর্ড ও রেজিষ্টার খাতা বিতরণ করা হয়। এর পাশাপাশি উপকারভোগীদেরকে প্রদর্শনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ কিভাবে এর রক্ষণাবেক্ষন করতে হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

উপকরণ বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন পিএসকেএস এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট ভুক্ত প্রাণিসম্পদ ইউনিটের কর্মকর্তাগন ও সংস্থার অনান্য সদশ্য বৃন্দ।

গাংনীতে যুবলীগের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ৫১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও বিএনপি জামাত এর সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে গাংনী উপজেলা যুবলীগের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে গাংনী পৌরসহরে অবস্থিত যুবলীগের অফিস কার্যালয় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম,ষোলটাকা ইউনিয়ন যুব লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন পাশা,রাইপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মোখলেসুর রহমান মোকলেস, কাজীপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ফুলচাদ মিয়া,সাহারবাটি ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, ধানখোলা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, উপজেলা যুবলীগ নেতা আমজাদ হোসেন, যুবলীগ নেতা আল ফারুক প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

ঢাকার মহাসমাবেশে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সহস্রাধিক নেতাকর্মী

নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করতে মাসুদ অরুনের লেখা গান প্রকাশ করল বিএনপি মিডিয়া সেল ক্ষমতাসীন দল ও প্রশাসনের নানা ধরণের বাধা পেরিয়ে অবশেষে ঢাকা পৌঁছেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহস্রাধিক নেতাকর্মী।

২৮ অক্টোবরের এই বহুল আলোচিত সমাবেশে যোগ দিতে গত দুই দিনে নেতাকর্মীরা বিভিন্ন গ্রুপের বিভক্ত হয়ে ঢাকায় পৌঁছেছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো মেহেরপুর থেকেও গত কয়েকদিনে প্রায় হাজার খানিক নিবেদিত প্রান নেতাকর্মী গত কয়েকদিন ধরেই ঢাকায় জড়ো হয়েছেন বলে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সূত্রে জানা গেছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদের বলেন, ‘এই সমাবেশে বিএনপি নেতাকর্মীদের অংশগ্রহণ নস্যাৎ করতে পুলিশ ও সরকারি দলের পক্ষ থেকে সৃষ্ট নানা বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্যদের। পুলিশ ও আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি যেয়ে হুমকি দিয়ে এসেছে সমাবেশে যাওয়ার জন্য। পাড়া মহল্লার চায়ের দোকানগুলোতেও যেয়ে হুমকি ধামকি দেয়া হয়েছে। ঢাকা আসার পথেও বিভিন্ন স্থানে ব্যারিকেড দিয়ে তল্লাশি করে পথে পথে হয়রানি করা হয়েছে।’

মাসুদ অরুন আরো বলেন, সমাবেশ আগত নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করতে আমার লেখা ও নচিকেতা চক্রবর্তীর গাওয়া ‘রণ ধ্বনি’ গানটি কেন্দ্রীয় বিএনপির মিডিয়া সেল অফিসিয়াল ভাবে প্রকাশ করেছে।